সংবাদ
তারিখ ২৪ MAY 2016
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

ফিচার

সাফল্যের গাঁথা

সামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ

প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ ড. মাহবুবুর রহমান জানান, ১৯৯৪ সালে নবম ও দশম শ্রেণীর স্বীকৃতির পর থেকেই স্কুলটি ধারাবাহিকভাবে ভালো ফলাফল করছে। বেশিরভাগ সময়ই শতভাগ পাস করেছে এখানে। নিয়মিত পাঠদান ও তদারকি, শিক্ষকদের আন্তরিক প্রচেষ্টা, শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার অবস্থা নিয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা করার কারণেই ফলাফল ভালো হচ্ছে

সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ ঢাকা শহর সংলগ্ন ডেমরার একটি শিক্ষাঙ্গন। বাংলাদেশের মানচিত্রে এই প্রতিষ্ঠানটির অবস্থান হয়তো একটি বিন্দুর মত। হোক বিন্দু, বিন্দুও সিন্ধু হয় যদি তার থাকে গতি। একটি মহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একটি শিক্ষণীয় ইতিহাস, তা প্রভাবিত করে প্রতিবেশ, সমাজ, স্বদেশ, নির্মাণ করে সুস্থ, শৃঙ্খল সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে কোন বিশেষ স্থানের পরিবেশ। তার সদম্ভ পথচলা অনুপ্রাণিত শিক্ষার অভাব দূর করার জন্য গুটি কয়েক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও ডেমরাবাসী হতাশামুক্ত হয়নি। তারই ফলশ্রুতিতে সামসুল হক খান জুনিয়র হাই স্কুলের যাত্রা শুরু। মাতুয়াইলের বিশিষ্ট বিদ্যোৎসাহী ও জনহিতৈষী ব্যক্তিত্ব আলহাজ্ব সামসুল হক খান এ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখেন। সমাজকে বদলে দেবার বাসনা যার তীব্র এমন অবদান তার পক্ষেই রাখা সম্ভব। কাদা পানির ধান খেতে ১৯৮৯ সালে ছোট একটি টিনশেডের ঘরে করে সে অঞ্চলের সচেতন শ্রেণিকে হীরকোজ্জ্বল স্বপ্ন দেখতে। তাই কোন বড় মাপের বিদ্যাঙ্গনের ভৌগোলিক মূল্য নয়, গ্রাহ্য তার ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক মূল্য। কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস মানে কোন সমাজের হয়ে ওঠার ইতিহাস, তারুণ্য ও বুদ্ধি প্রকৌশল সৃষ্টির ইতিহাস।

দুইযুগ পেরোনো সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ সৃষ্টি, প্রজ্ঞায় বেশ প্রাগসর। ডেমরা অঞ্চল দীর্ঘকাল ভাগ্যবিড়ম্বিত ছিল। তবে অর্থ প্রাচুর্যে আজ সে সোনায় সোহাগা হয়েছে এমনও নয়। কিন্তু শিক্ষা সংস্কৃতির পরিবর্তন যে এসেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। স্বাধীনতা উত্তরকালে ডেমরার এটাই সবেচেয়ে বড় প্রাপ্তি। শিক্ষাগত পরিবর্তনের মূল ধারায় বর্তমান প্রতিষ্ঠানেও সক্রিয় অবস্থান ছিলো। ডেমরা সম্পর্কে জনশ্রুতি - ডেমরা অখ্যাত, অনুন্নত। কল কারখানার শ্রমিকদের বসবাস এখানে। প্রত্যাশা ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে ডজন খানেক শিক্ষক হাতে নিয়ে সামসুল হক খান জুনিয়র হাই স্কুল বিদ্যাশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে। তখন এই স্কুলের শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিলো অনধিক একশত। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে বাইশ বছর মানে দুইযুগ আগের এই এলাকার জনজীবনের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা। অর্থাৎ একটি অস্বচ্ছল লোকালয়ে এই স্কুলটি আত্ম প্রকাশ করে। আঁতুড় ঘরেই যার জীবনাবসানের সম্ভাবনা ছিলো নিরানব্বই ভাগ। কিন্তু সে মরেনি। গৌরবোজ্জ্বল সাফল্যেও ধারায় ২০১৫ সালে এসএসসিতে প্রথম স্থান ও এইচএসসিতে শতভাগ পাশ ও ৯০% এ+ নিয়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি মেডিকেল কলেজ ও বুয়েটসহ উচ্চশিক্ষার কাঙ্ক্ষিত অঙ্গনে সর্বাধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী প্রেরণের প্রতিশ্রুতিশীল এবং শিক্ষা বিনোদনে সারা জাগানো প্রোথিতযশা ও দেশসেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ডেমরার সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ। একাদশ শ্রেণিতে ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক বিভাগে অনলাইনে টেলিটক মোবাইলে ঝগঝ এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তির আবেদন চলছে। ৯ জুন পর্যন্ত আবেদন করা যাবে। সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত অনলাইন ও এসএমএসের আবেদন করা যাবে। ফল প্রকাশ ২৬ জুন। EIIN: ১০৭৯১৫।

প্রিন্সিপাল ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা বলেন, আমরা ২০১৫ সালে এসএসসিতে শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসাবে মর্যাদা পাই। এ প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করা ২০০ শিক্ষার্থী বুয়েট, ঢাকা মেডিকেল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। যাতায়তের ব্যবস্থা থাকায় দূরের শিক্ষার্থীরা এ স্কুলে আসার সুযোগ পায়। বেশ কিছু কক্ষে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম চালু থাকায় শিক্ষার্থীরা আনন্দের সাথে লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে। ২০১৫ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীও বৃত্তির ফলও বিস্ময়কর ছিল। প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ ড. মাহবুবুর রহমান জানান, ১৯৯৪ সালে নবম ও দশম শ্রেণীর স্বীকৃতির পর থেকেই স্কুলটি ধারাবাহিকভাবে ভালো ফলাফল করছে। বেশিরভাগ সময়ই শতভাগ পাস করেছে এখানে। নিয়মিত পাঠদান ও তদারকি, শিক্ষকদের আন্তরিক প্রচেষ্টা, শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার অবস্থা নিয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা করার কারণেই ফলাফল ভালো হচ্ছে। বিস্তারিত তথ্য পেতে www.shksc.edu.bd

রাহুল